পাক্ষিক

আহ্‌মদী

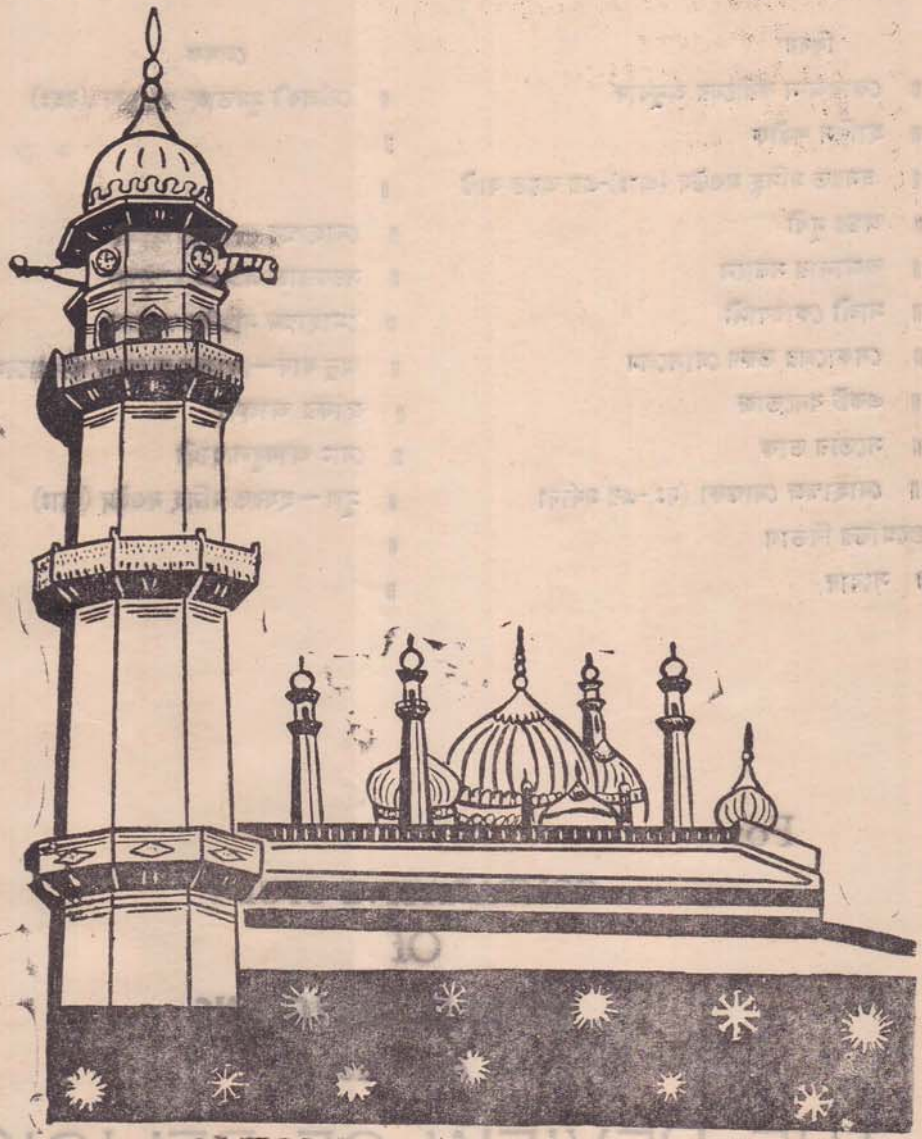

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১৯শ সংখ্যা
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০ ইং

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২৩শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৯শ সংখ্যা
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ৩৭৭
॥ হাদিস শরীফ	॥	॥ ৩৭৯
॥ হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃত বাণী	॥	॥ ৩৮০
॥ অন্তর মুখী	॥ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	॥ ৩৮১
॥ অজানার সন্ধানে	॥ সরফরাজ এম, এ, ছাত্তার	॥ ৩৮৩
॥ মালী কোরবানী	॥ মোহাম্মদ মতিউর রহমান	॥ ৩৮৫
॥ সেকালের তরুণ মোসলেম	॥ অনু বাদ—দোলত আহমদ খাঁ খাদেম	॥ ৩৮৭
॥ একটি বনভোজ	॥ জাফর আহমদ	॥ ৩৮৮
॥ সত্যের ডাক	॥ মোঃ আবদুল হাদী	॥ ৩৮৯
॥ মোহাম্মজ মোস্তফা (দঃ)-এর মর্যাদা	॥ মূল—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)	॥ ৩৯০
প্রশ্নোত্তর বিভাগ	॥	॥ ৩৯১
॥ সংবাদ	॥	॥ ৩৯২

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ঃ ২৩শ বর্ষ ঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৭০ সন ঃ ১৫ই তবলীগ ঃ ১৩৪৯ হিজরী শামসী ঃ ১৯শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা ইবরাহীম

৫ম রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৯ ॥ (হে পাঠক) তুমি কি তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখ নাই যাহারা আল্লার (প্রদত্ত) নিয়ামতকে কৃতজ্ঞতা দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছে এবং স্বীয় জাতিকে ধ্বংশের আলয়ে (আনিয়া) অবতারণ করিয়াছে।

৩০ ॥ দুঃখে। তাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে। এবং ঐ স্থান কুৎসিত আবাসস্থল।

৩১ ॥ এবং তাহারা আল্লার সমকক্ষ গড়িয়া নিয়াছে যেন (লোকদিগকে) তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করে। তুমি (তাহাদিগকে) বল ক্ষণিক ভোগ-বিলাস করিয়া লও অতঃপর নিশ্চয় (দু'যখের) আগুনের দিকে তোমাদের প্রতিগমণ।

৩২ ॥ (হে নবী) যাহারা (তোমার উপর) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তুমি আমার সেই বন্দাগণকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন সেই দিন আগমণের পূর্বে যেদিন কোন ক্রয় বিক্রয় হইবে না এবং প্রগাঢ় বন্ধুত্ব (কাজে আসিবে না), নামাযকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা হইতে গোপনে এবং প্রকাশ্যে (আমাদের পথে) ব্যয় করে।

৩৩ ॥ আল্লাহ (সেই সত্তা) যিনি আকাশ সমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মেঘমালা হইতে বারিবর্ষণ করতঃ তাহা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলপুঞ্জ উৎপাদন করিয়াছেন এবং তিনি নৌকাগুলিকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন যাহাতে ঐগুলি তাঁহার আদেশে সমুদ্রে চলাচল করে। এবং তিনি নদীগুলিকে তোমাদের সেবায় লাগাইয়া দিয়াছেন।

৩৪ ॥ এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবক করিয়াছেন যাহারা নিরবধি কার্য্যেরত রহিয়াছে। এবং তিনি দিন এবং রাত্রিকেও তোমাদের সেবক করিয়াছেন।

৩৫ ॥ এবং তোমরা তাঁহার নিকট যাহা কিছু চাহিয়াছ তাহাই তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন এবং যদি তোমরা আল্লার অনুগ্রহ গণনা কর তাহার সংখ্যা করিতে পারিবেনা। নিশ্চয় মানুষ বড় সীমা লঙ্ঘনকারী কৃতঘ্ন।

★

হাদিস শরীফ

(১)

বিদায় হজ্বের বাণী

হযরত আবুবকর (রাঃ) হইতে বর্ণিত (বিদায় হজ্বে) রছুল করিম (সাঃ) বলিয়াছিলেন তোমাদের জীবন, তোমাদের ধন সম্পত্তি এবং তোমাদের মান সম্ভ্রম তোমাদের পরস্পরের নিকট পবিত্র যেরূপ তোমাদের এই মাসের ভিতর তোমাদের এই শহর এবং তোমাদের অদ্যকার দিন পবিত্র। তোমরা শীঘ্রই তোমাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং তিনি তোমাদের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন। সতর্ক হও, আমার পরে পরস্পরের ঘাড়ে পরস্পর প্রহার করিয়া পথভ্রষ্ট হইও না। দেখ! আমি কি বাণী পৌঁছাইয়াছি? তাহারা বলিল—হাঁ। তিনি বলিলেন—হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, যাহারা উপস্থিত আছ তাহারা অনুপস্থিত-দিগকে এই কথা পৌঁছাইয়া দিবে। অনেক পরোক্ষ শ্রোতা প্রত্যক্ষ শ্রোতা হইতে অধিক শ্রবণকারী। (বুখারী)

(২)

হজরত আবু হোরায়রাহ্ হইতে বর্ণিত আছে যে, রছুল করিম (সাঃ) বলিয়াছেন—সময় নিকটবর্ত্তী হইবে এবং ধর্ম্মীয় বিদ্যা বিলুপ্ত হইবে বিপদ-আপদ দেখা দিবে, কৃপণতা দেখা দিবে এবং হারাজ (মৃত্যু) বাড়িবে।

—বোখারী, মোছলেম

(৩)

উপরোক্ত রাবী হইতে বর্ণিত যে, রছুল করিম (সাঃ) বলিয়াছেন—যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ, দুনিয়া ধ্বংস হইবে না—যে পর্যন্ত লোকের উপর এমন একদিন না আসে যে সময় হত্যাকারী জানিবে না যে, সে কি জন্য হত্যা করিয়াছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানিবে না যে, কি জন্য তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল ইহা কিরূপ হইবে? তিনি বলিলেন হত্যার দ্বারা। হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি দোজখে যাইবে।

—মোছলেম।

(৪)

হজরত আবু হোরায়রাহ হইতে বর্ণিত আছে যে, রছুল করিম বলিয়াছেন—অন্ধকার রাত্রির এক অংশ সদৃশ বিপদ-আপদের ভিতরেও দ্রুত সৎকাজে অগ্রসর হও। কোন লোক প্রাতঃকালে মোমেন হইয়া গাত্রোত্থান করিবে, কিন্তু সন্ধ্যাকালে আবার কাফের হইবে। আবার সন্ধ্যাকালে মোমেন হইবে, কিন্তু প্রাতঃকালে আবার কাফের হইবে। এই দুনিয়ার নশ্বর সম্পত্তির বিনিময়ে সে তাহার ধর্ম্মকে বিক্রয় করিবে।

—মোছলেম

★

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

(দৃষ্টান্ত স্বরূপ) যখন জ্যোতিষীগণ ঘোষণা করিল যে, এবার রমজানে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হইবে এবং মানুষের মনে এই চিন্তার উদয় হইল যে, ইহা প্রতিশ্রুত ইমামের প্রকাশিত হওয়ার লক্ষণ, তখন মৌলবীগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল যে, মেহদী এবং মসিহ্ হইবার একমাত্র দাবীদার এই ব্যক্তিই ময়দানে দণ্ডায়মান আছেন, এমন না হয় যে, জনসাধারণ তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

তখন ঐ নিদর্শনকে চাপা দিবার জন্য প্রথমে কয়েক জন এই কথা বলিতে আরম্ভ করিল যে, এই রমজানে কিছুতেই সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হইবে না, বরং যখন ইমাম মাহ্দী আবির্ভূত হইবেন, তখন ইহা ঘটিবে। যখন রমজান মাসে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হইয়া গেল, তখন তাহারা এই ওজর করিল যে, এই সূর্য এবং চন্দ্র গ্রহণ হাদীসের শব্দ অনুযায়ী ঘটে নাই, কারণ হাদীসে আছে যে প্রথম রাত্রে চন্দ্র গ্রহণ এবং মধ্যের তারিখে সূর্য গ্রহণ হইবে। যখন তাহাদিগকে বুঝান হইল যে, হাদীসে মাসের ১লা তারিখের কথা বলা হয় নাই এবং প্রথম তারিখের চাঁদকে কমর (পূর্ণ চন্দ্র) বলে না, ইহাকে হেলাল বলে, অথচ হাদীসে কমর শব্দ আছে, হেলাল শব্দ নাই এবং এতদানুসারে হাদীসের অর্থ হইল যে চন্দ্র গ্রহণের রাত্রিগুলির মধ্যে প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে অর্থাৎ মাসের ১৩ তারিখে চন্দ্র গ্রহণ হইবে এবং মধ্যবর্তী দিনে সূর্য গ্রহণ হইবে অর্থাৎ সূর্য গ্রহণের দিনগুলির মধ্যবর্তী অর্থাৎ আটাশে তারিখে সূর্য গ্রহণ লাগিবে, তখন অজ্ঞ মৌলবীগণ হাদীসের এই সঠিক ব্যাখ্যা শুনিয়া লজ্জিত হইল! পরে তাহারা বহু পরিশ্রম করিয়া এই দ্বিতীয় ওজর বাহির করিল যে, হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন মানুষ ভাল ছিলেন না। ইহাতে তাহাদিগকে বলা হইল যে, হাদীস নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গেলে, সন্দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত আপত্তি, সত্য ঘটনার মোকাবেলায়, যাহা হাদীসের সত্যতার জন্য এক মজবুত দলীল স্বরূপ, গ্রাহ্যণীয় নয়, অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা যখন সাক্ষ্য দিতেছে যে, ইহা সত্যবাদীর বাণী, তখন ইহা বলা যে, তিনি সত্যবাদী নহেন, মিথ্যাবাদী, ইহা সত্য ঘটনার অস্বীকারের নামান্তর মাত্র। সব সময়েই মোহাদ্দেসগণের নীতি ইহাই যে, সন্দেহ বাস্তবকে রহিত করিতে পারে না। কোন ভবিষ্যদ্বাণী মাহ্দী হইবার এক দাবীদারের যুগে বর্ণনা অনুযায়ী পূর্ণ হইয়া যাওয়া, এই কথার নিশ্চিত সাক্ষ্য যে, যাঁহার মুখ হইতে উহা নিঃসৃত হইয়াছে, তিনি সত্য বলিয়াছেন।

পক্ষান্তরে বর্ণনাকারীর সম্পর্কে ইহা বলা যে, তাঁহার চাল-চলন সম্বন্ধে বক্তব্য আছে; ইহা এক সন্দেহের কথা। কখনও কখনও মিথ্যাবাদীও সত্য বলিয়া থাকেন।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

অন্তর মুখী

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

জ্ঞান বিজ্ঞান, ইয়াজুজ মাজুজ ও আমরা ঃ

কোরআন করীমের শিক্ষার দিকে তাকালে (সুরা কাহাফ) দেখা যায় এক সময়ে ইয়াজুজ মাজুজ (খৃষ্টান জাতিগুলো) দুনিয়াবি ব্যাপারে চরম উন্নতি সাধন করবে। এই উন্নতির পেছনে তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনাই প্রধান হাতিয়ার রূপে কাজ করবে। বর্তমান খৃষ্টান জাতিগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে কোরআনের ভবিষ্যতবাণী যে তাদের দ্বারা পূর্ণ হয়েছে তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ থাকে না। যে খৃষ্টানগণ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বহুকাল ধরে গুহার জীবন যাপন করেছে তারাই আজ শুধু পৃথিবীতে নয় মহাকাশেও প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে। চাঁদের মধ্যে গমন করেই তারা ক্ষান্ত হচ্ছে না অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহও জয় করার পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের বলে তারা প্রকৃতির হাজারো রহস্য উদ্ঘাটন করে চলেছে। তারা যে কত কলাকৌশলের অধিকারী হচ্ছে এর হিসেব দেওয়াই দুষ্কর হয়ে ওঠেছে।

এসব দেখে মুসলমানদের অনেকেই ভাবতে শুরু করেছেন যে আল্লাহই ইয়াজুজ মাজুজকে জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতি করার অধিকার দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের পক্ষে জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতির কথা ভাবার তেমন

(অমৃত বাণীর অবশিষ্টাং)

ইহা ছাড়া এই ভবিষ্যদ্বাণী আরেক ভাবে সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। হানিফিগণের কয়েকজন বড় বুজুর্গও ইহা লিখিয়াছেন। সুতরাং অস্বীকার করা ন্যায়পরায়ণতার কাজ নহে। বরং ইহা সরাসরি হঠকারিতা। এই দাঁত ভাঙ্গা জওয়াবের পর, তাহারা বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এই হাদীস ঠিক এবং ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, শীঘ্র প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী আবির্ভূত হইবেন। কিন্তু এই ব্যক্তি প্রতিশ্রুত ইমাম নহে; বরং তিনি অন্য ব্যক্তি, যিনি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। কিন্তু তাহাদের এই উত্তরও অসার এবং অকেজো সাব্যস্ত হইল। কারণ যদি অপর কেহ ইমাম মাহ্‌দী হইতেন, তাহা হইলে হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী শতাব্দীর শীরোভাগে সেই ইমামের আবির্ভূত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শতাব্দীর পর ১৫ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে (এখন শতাব্দী শেষ হইতে চলিয়াছে —প্রকাশক) এবং তাহাদের বাঞ্ছিত কোন ইমাম জাহির হইলেন না।

এই কথার পর তাহাদের শেষ জওয়াব হইল যে, তাহারা কাফের। তাহাদের কেতাব পড়িও না, তাহাদের সহিত মিলামিশা রাখিও না, এবং তাহাদের কথা শুনিও না। কারণ তাহাদের কথায় অন্তরে যাদু লাগে।"

★

কোন প্রয়োজন নেই। একটু গভীরভাবে বিচার করে দেখলেই বুঝা যাবে যে এরূপ ধারণা পোষণ করা মারাত্মক ভুল এবং কোরআনের শিক্ষা ও আদর্শের পরিপন্থি। এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। রসুলে খোদার কাছে আগত প্রথম পাঁচটি আয়াতেই 'পড়া' ও 'কলমের' উল্লেখ রয়েছে। আদমকে সব কিছুর 'নাম' শিখিয়ে ছিলেন। 'নাম শিখা' অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতির সাথে আদমের নিবিড় পরিচয়ের সুস্পষ্ট ইংগিতবহ। তা'ছাড়া কোরআনের বহু আয়াতে প্রকৃতির বহু রহস্যের ইংগিত রয়েছে। রসুল করীম (ছাঃ)-এর হাদিসেও জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনার বহু তাগিদ রয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে কোরআন ও রসুলের আদর্শকে সম্বল করে প্রাথমিক যুগের মুসলমানেরা জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায় রত হয়েই উন্নতি করে ছিলেন। বিজ্ঞানে তখনকার মুসলমানদের দানকে অস্বীকার করা যায় না। তবে কি বলতে হবে যে তখন তারা ইয়াজুজ মাজুজের দলভুক্ত ছিলেন? না, তা কখনও নয়। বস্তুতঃ সুরা কাহাফে ইয়াজুজ মাজুজ কিভাবে উন্নতি করবে, তাদের এই চরম উন্নতিই চরম ব্যর্থতারও কারণ হবে সে কথাও বলা হয়েছে। তারা আধ্যাত্মিক জীবন হতে বিছিন্ন হয়ে একান্তভাবে দুনিয়াবি উন্নতিতে সব প্রচেষ্টা নিয়োজিত করবে। তাতে তারা একদিকে যেমন জ্ঞান বিজ্ঞানে অচিন্তনীয় অগ্রগতি সাধন করবে, অপরদিকে আদর্শচ্যুত হয়ে পড়বে। এই আদর্শচ্যুতির জন্য তাদের সবকিছু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। বস্তুতঃ সক্রিয়ভাবে নিখুঁদ আদর্শের অনুশীলনই মানব জীবনকে পূর্ণতা ও সার্থকতায় ভরে তোলে। আবার নিষ্ক্রিয়তা ও আদর্শচ্যুতিই মানব জীবনের ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এদিক থেকে বিচার করলেই দেখা যাবে মুসলমানদের অবনতির কারণ আদর্শচ্যুতি ও নিষ্ক্রিয়তা। এখন যদি মুসলমানেরা আবার উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে চান তবে কোরআনের নিখুঁদ আদর্শের অনুসরণের সাথে অতি সক্রিয়ভাবে তাদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায় রত হতে হবে। এর একটিকেও বাদ দিলে চলবে না। অবশ্য সাথে সাথে তবলিগি প্রচেষ্টা চালিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত জাতিগুলোকেও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে পারলে ঐসব জাতি ব্যর্থতার গ্লানি হতে রেহাই পাবে। তবে শুধু কথার তবলীগে তেমন কোন কাজ হবে না। এজন্য আমলি তবলীগের উপরেই বেশী জোর দিতে হবে। আমলি তবলীগের একটা প্রধান অংশ হবে কোরআনের শিক্ষাকে ভিত্তি করে জীবন ও প্রকৃতির অন্যান্য রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অবিরাম ব্যাপক গবেষণা চালানো।

★

অজানার সন্ধানে

সরফরাজ এম, এ ছাত্তার

ভৌতিক জগতে অজানাকে জানবার জন্যে অচেনাকে চিনবার জন্যে কৌতুহলি মানুষের চেষ্টার অন্ত নাই। এই পৃথিবীতে কিছুই অজানা থাকবে না ইহাই মানুষের সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প সাধনের নিমিত্ত মানুষ কোন মূল্য দিতেই কার্পণ্য করে নাই। ভূগোলে আমরা কত স্থানের নাম পাঠ করি কিন্তু সেই সকল স্থান আবিষ্কার করতে কত তরুণ প্রাণ যে দুঃসহ দুঃখের মধ্যে অকালে আত্মবলি দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তখনকার কথা— যখন মানুষের ধারণা ছিল যে, পৃথিবীটা গোলাকার নয়, চেপ্টা। এক জায়গাই স্থিরভাবে রয়েছে, সূর্য্য তারি চারিদিকে অনবরত ঘুরছে, যার ফলে দিবা-রাত্রি হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও যখন বললেন যে, এই ধারণা ঠিক নয়। পৃথিবীটা গোলাকার, সূর্য্য এক জায়গাই স্থিরভাবে আছে, সূর্য্যের চারি দিকে পৃথিবীই ঘুরছে তার ফলে দিবারাত্রি হচ্ছে। এই কথাকে লোকেরা অদ্ভুত মনে করে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠল। তারা বললো, সারা দুনিয়ার লোকে বলছে এক কথা আর ঐ লোকটা বলছে কিনা তার উল্টো কথা। এও কি কখনও সত্য হতে পারে? বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষ যাবৎ যা আমরা বিশ্বাস করে আসছি ঐ ব্যক্তি কিনা তা মিথ্যা বলে পতিপন্ন করতে চাচ্ছে। নিশ্চয়ই তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাঁকে পাগল বলে হাসি ঠাট্টা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে তাঁর কথাকে উড়িয়ে দিল। গ্যালিলিও তবুও যখন এই কথা বলতে কুণ্ঠিত হলেন না তখন তাঁকে নানা প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন করতে শুরু করলো, এতেও যখন তিনি দমলেন না, শেষে তাঁকে ফাঁসী দিয়ে মারা হলো। কলম্বস যখন ভাবলেন যে, পৃথিবী যেহেতু গোলাকার আমি যদি ক্রমাগত পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাই তবে নিশ্চয়ই পূর্বদিকে পৌঁছে যাব। এই আশা বুকে নিয়ে তিনি অজানার সন্ধানে যাত্রা করবেন বলে পর্তুগালের রাজার নিকট সাহায্য চাইলেন, রাজাও তার সভাসদেরা এই কথা শুনে অসম্ভব মনে করে তার কথা কানেই তুললো না। তিনি জানোয়ার সাহায্য চাইলেন, লোকেরা তার এই নূতন কথা শুনে পাগলের প্রলাপ বলে উপহাস করতে লাগলো। রাস্তা দিয়ে চললে লোকে তার দিকে অঙ্গুলী ইশারা করে বলতো, ঐ দেখ, পাগল লোকটা যাচ্ছে লোকটা বলে কিনা যে, পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাতে চালাতে পূর্বদিকে পৌঁছে যাবে। পাগল ব্যতীত কি কেউ এমন অদ্ভুত কথা বলে? এই বলে তাকে ঢিল ছোড়ত। কলম্বস নিরাশ হলেন না। বহু চেষ্টা ও সাধনার ফলে স্পেনের রাণীর সাহায্যে অবশেষে তিনি অজানার সন্ধানে যাত্রা করলেন। তাদের মত এইরূপ বহু নির্ভীক বীরদের কাহিনী আজ আমরা ইতিহাসে পাঠ করি। বিংশ শতাব্দীতে এসে বীর মানব সন্তানেরা চাঁদের বুকেও তাদের পদচিহ্ন রেখে এসে সমগ্র বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। এখনও এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা মানুষের চন্দ্রাবতরনের ঘটনাকে ভূয়া বলে উড়িয়ে দিতে চায়। অবিকল এমনিভাবে আধ্যাত্মিক জগতের মহা পুরুষগণ যখন অনন্ত রহস্যময় সৃষ্টি কর্ত্তার মিলনের বাণী নিয়ে জগতে আগমণ করেন এবং মানুষকে সৎপথে চলার জন্য আহ্বান জানান তখন লোকেরা তাঁদের কথাকে নিজেদের ধারণার সম্পূর্ণ উল্টো মনে করে তার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে

দেয়। পাগলের প্রলাপ বলে হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তার কথাকে উড়িয়ে দেয় হাসি তামাসা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ যখন মহামানবগণ অকাতরে সহ্য করে যান, তখন সমাজ পতিগণ অজ্ঞ জনসাধারণকে মহামনেবের বিরুদ্ধে এই বলে রাগিয়ে তুলে যে, এই ব্যক্তি আমাদের বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষের ধর্ম্মকে নষ্ট করে ফেলছে। এতকাল যাবৎ আমরা যা বিশ্বাস করে আসছি তাও কি অসত্য হতে পারে? আমরা সারা দুনিয়ার লোকে বলছি এক কথা, আর ঐ লোক বলছে কিনা আর এক উল্টা কথা, এও কি সত্য বলে বিবেচিত হতে পারে? ঐ ব্যক্তি আমাদিগকে মিথ্যা-বাদী সাব্যস্ত করতে চাচ্ছে। এই বলে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে মহাপুরুষ ও তাঁর অনুগামীদিগের বিরুদ্ধে সামাজিক নানা প্রকার শাসনের ব্যবস্থা করা হয়, ইহাও যখন নিস্ফল হয় তখন সত্য সেবকদিগকে স্বমূলে বিনাশ সাধন করতঃ ধরা পৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার জন্যে তাঁদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান হয়। তাই পবিত্র কোরান মজিদে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ—"হায়! বড়ই পরিতাপের বিষয় মানবের জন্যে কোনই মহাপুরুষ আগমন করেন নাই, যাঁকে নিয়ে তারা হাসি বিদ্রূপ না করেছে।" (ইয়াছিন) আল্লাহ্‌তায়ালার ইহাই চিরাচরিত নিয়ম যে, মানব সমাজ যখনি সৎ ও অসৎ পাপ পুণ্যের মধ্যে প্রভেদ না করে, সরল ও সঠিক পথ ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত ও কুটিল পথের অনুগামী হয়, বিশ্বস্রষ্টা খোদার বাণী ভুলে তাঁর এবাদৎ উপাসনা পরিত্যাগ করে অজ্ঞানতার অন্ধকারে পতিত হয়ে আধ্যাত্মিক জগত সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, তখনি দয়াময় আল্লাহ্‌তায়ালা সেই অধঃপতিত ও অজ্ঞানতার গভীরতম কুপে নিমজ্জিত মানবকে উদ্ধার করে তাহাদিগকে মানবতার উচ্চাসনে উন্নিত করার নিমিত্ত এই পৃথিবীতে নবী রসুল বা অবতার প্রেরণ করেন। বস্তুতঃ মানুষ যা ভুলে গেছে, সেই ভুলে যাওয়া অজানার সন্ধান দিবার জন্যেই তাঁদের আগমন হয়ে থাকে। তাঁরা আসেন আল্লাহ্‌তায়ালা হতে নিশ্চিত জ্ঞান নিয়ে যা সাধারণ মানুষের অজানা থাকে। সেই অজানা সংবাদ যখন লোক সমাজে বলেন, তখন উহা তাদের কাছে নূতন অদ্ভূত এবং উল্টো কথা বলেই মনে হয়। তাই তারা তাদের বাপ দাদা চৌদ্দপুরুষের ধর্ম্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে নবী রসুলগণের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠে। মানুষের হৃদয় স্বভাবতঃই প্রাকৃতি দত্ত জ্ঞান ও বিবেকের জ্যোতিতে আলোকিত। স্বর্গীয় উপদেশ গ্রহণে তাদের হৃদয়ের এই জ্যোতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। ধরা প্রেমে মত্ত হয়ে যারা সঠিক পথ ভুলে যায়, তাদের অন্তর ক্রমশঃ ম্লান হয়ে পরিশেষে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তখনি ধরনীর বুকে নেমে আসে অশান্তির কালো ছায়া। মানুষে মানুষে হিংসা, দ্বেষ, মারামারি, কাটাকাটি, দলাদলি, রেষারেষি, অত্যাচার, অনাচার, মিথ্যা, জালিয়াতি, ব্যাভিচার, প্রবঞ্চনা, লোভ লালসা ইত্যাদিতে সংসার ভরে যায়। এমনি সময় আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্য পৃথিবীতে নবী রসুলগণের আবির্ভাব করেন। যাঁরা নবী রসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁদের জন্যে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। ঐশ্বরীক নব জীবন পেয়ে তারা ধন্য হয়।

এযুগেও আল্লাহতালা সারা বিশ্বের মানুষের মুক্তির জন্য হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রনিনিধি করে হজরত মীর্জ্জা গোলাম আহমদ (আঃ) কাদিয়ানীকে ইমাম মাহ্‌দী বা সংস্কারক রূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি মানুষকে তাদের স্রষ্টার পথে ডাক দিয়েছেন। এক ক্ষুদ্র জমাত তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বর্বস্ব কোরবানী করে পৃথিবীকে আল্লাহ তালার পথে আনার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

আর অধিকাংশ লোক তাঁর কথা তাদের মনপুত না হওয়ায় তাঁর বিরোধিতা করছে। এখানেও আমরা সেই পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিই লক্ষ্য করছি।

*

মালী কোরবানী

মোহাম্মদ মতিউর রহমান

মালী কুরবানী, মাল উর্দু শব্দ অর্থ ধন সম্পদ আর কুরবানী আরবী 'কুরব ধাতু হ'তে সৃষ্ট হয়েছে; অর্থ হ'ল নৈকট্য লাভ করা। মালী কুরবানী ধন-সম্পদ ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহ্তা'য়ালাকে লাভ করতে হ'লে যত প্রকার এবাদত আছে তার মধ্যে মালী কুরবানী বা আর্থিক ত্যাগ একটা বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে র'য়েছে। নামাজের চেয়ে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। কোরআন করীমে নামাজের কথা প্রায় ৮০ বার উক্ত হয়েছে নামাজের সাথে সাথে প্রায় সব জায়গায়ই জাকাতের কথা বলা হ'য়েছে। এছাড়া কোরআন করীমের আর্থিক কুরবানীর কথা আরও বহু স্থানে বলা হয়েছে। কোন যুগেই আর্থিক কুরবানী ভিন্ন কোন এলাহী জমায়া'ত বা কোন জাতির উন্নতি সম্ভবপর হয়নি। পৃথিবীতে যখনই কোন নবী বা প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমন হয়েছিল তখনই প্রয়োজন হ'য়েছিল আর্থিক কুরবানীর এবং যার মধ্যেই সত্যিকারভাবে উন্নতির চাবিকাঠি প্রচ্ছন্ন ছিল। যে জাতি যত বেশী তাদের মহাপুরুষের ডাকে সাড়া দিয়েছিল তারাই তত বেশী এবং তত তাড়াতাড়ি উন্নতির শীর্ষস্থানে উপনীত হ'তে পেরেছিল।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে যে এই আর্থিক কুরবানীর আহ্বান কেন আসে সমাগত নবী বা আল্লাহ্র তরফ থেকে। একি তাঁদের নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্যে? উত্তর হ'বে না। কেননা দেখা যায় নবীগণ নিজেদের সুখ-স্বচ্ছন্দের জন্য এর সামান্য কপর্দকও ব্যবহার করেন না। তাঁদের আসল উদ্দেশ্য থাকে তৌহিদ এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁরা বরং সেজন্য নিজেদের জান, মাল দিয়ে আমৃত্যু সংগ্রাম করে যান। ইতিহাস তার সাক্ষ্য। আল্লাহ তায়ালাও তদ্রুপ, তিনিও নিজের প্রয়োজনের জন্য কিছু নেন না। তিনি ত গনী। তাঁর নিজের কোন প্রয়োজন নেই যেমন কোরআনে আল্লাহ বলেছেন "আনতুম ফুকারাওঁয়া আল্লাহু গনীউল" অর্থাৎ তোমরাই ফকির এবং আল্লাহই গনী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদশালী। আমাদের খলিফাতুল মসিহ সালেসের (আইঃ) ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় "আল্লাহ যে আর্থিক কুরবানীর জন্যে তোমাদের দরজায় খট্খটান তাতে তোমরা মনে করনা যে আল্লাহ্ গরীব বরং তোমরাই ফকীর। আল্লাহ্ তো গনী। তিনি তোমাদের বেশী বেশী দিতে চান যাতে তোমরা মহাকল্যাণের অধিকারী হতে পার।' এ কথাটা একটা সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা যায় যেমনঃ—মা-বাবা ছোট বাচ্চাদের কাছে আব্দারের সুরে কোন কিছু খাবার জিনিষ চান, যা তারাই দিয়েছেন, তখন কি মনে করতে হবে যে মা বাবার নেই তাই তারা চান? বরং এটাই দেখা যায় যে শিশু একটু দিলে মা বাবা আবার কয়েকগুণ বেশী দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের কাছ থেকে নিয়ে আমাদের পুনঃ বেশী না দিয়ে পারে?

আল্লাহ্তায়ালা মোত্তাকীনদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সুরাহ্ বাকারার প্রথম রুকুতেই বলেছেন "ওয়া মিম্মা রাজাক্নাহুম ইউনফেকুন "অর্থাৎ তারাই মোত্তাকীন আমরা তাদেরকে যে রেজেক দিয়েছি তা থেকে কিছু তারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে। সুতরাং মোত্তাকী হ'তে হ'লে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে হবে এবং পরিশেষে মোত্তাকীগণই সফলতা লাভ করবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা মোমেনদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সুরহ মুমেনুনের প্রথম রুকুতে বলেছেন "ওয়াল্লাজীনাহুম লেজ্জাকাতে ফায়েলুন" অর্থাৎ তারাই মোমেন এবং সফলতা লাভের অধিকারী যারা যাকাত প্রদানে তৎপর। যদিও এখানে যাকাৎ অর্থাৎ যা মালকে পবিত্র করে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তবুও এ যাকাৎ শব্দ সর্বপ্রকার মালী কোরবানীকেও নির্দেশ করে।

এ প্রসঙ্গে প্রমাণস্বরূপ আমাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ একটি প্রমাণের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। আমরা লক্ষ্য করেছি যে যারা আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে আছে বা জমাতের আকিদার মধ্যে একটি ত্রুটি খুঁজে পেয়েছে তারা প্রথম থেকেই আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কোরবানী দিতে অস্বীকার করেছে বা জমাতের চাঁদা দানে শিথিলতা প্রদর্শন করেছে যেহেতু ঈমানের সাথে আর্থিক কোরবানীর একটা বিশেষ যোগসূত্র আছে সেইজন্য এরকম হয়ে থাকে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলা যায় যে ঈমানকে যদি একটি ফলের বাগান ধরা যায় তবে মালী কোরবানী হবে তাতে বৃষ্টিধারা। যার ফলে ঈমানরূপ বাগান-খানা থাকবে সর্বদা ফুল ও ফলে সুশোভিত। এ রকম একটি তুলনাই আল্লাহতায়ালা সুরাহ বাকারার ২৬৫ আয়াতে বর্ণনা করেছেন।

মানুষ যাকে ভালবাসে তারজন্য প্রতিনিয়তই সে কুরবাণী করে থাকে। এ কুরবাণী আমরা দেখতে পাই পিতামাতার অকৃত্রিম স্নেহের মধ্যে। প্রেমিকার জন্যে প্রেমিকের ভালবাসার মধ্যে। ঠিক তদ্রূপ সব প্রেমিকের প্রেমিক প্রেমের আধার যিনি তাঁর ভাল-বাসার অভিব্যক্তি হয়—বান্দার প্রিয়তম ও মোহময় জিনিষ অর্থসম্পদের কোরবাণীর মাধ্যমে। আর্থিক কুরবাণী না করলে পরম কল্যাণ অর্থাৎ সমস্ত কল্যাণের অধিকারী যে সত্বা তাঁকে লাভ করা যায় না। তাই কোরয়ান করীমে সুরাহ আলএমরাণের ৯৩ আয়াতে বলা হয়েছে "লান তানালুল বের্‌রা হাত্তা তুন ফেকু মিম্মাতু হেব্বুন" অর্থাৎ পরম কল্যানের অধিকারী হ'তে পারবে না যে যাবৎ না তোমরা নিজেদের প্রিয় বস্তু হ'তে ব্যায় করতে সমর্থ হবে।

আর্থিক কুরবাণীর বদলে আল্লাহ্‌ বান্দাকে যন্ত্রনা-দায়ক আজাব থেকে রক্ষা করেন। তাদেরকে নিয়ে যান জান্নাতের প্রান্তদেশে। যেমন আল্লাহতায়ালা সুরাহ ছফের ২য় রুকুতে বলেছেন "ইয়া আয়ুহাল্লাজীনা আমানু হাল আদুল্লুকুম আলা তেজারাতিন তুন জিকুম মিন আজবেন আলীম। তুও মেনুনা বিল্লাহে ওয়া রসুলিহি ওয়া তুজাহেদুনা ফি-সাবিলিল্লাহে বে-আমওয়ালেকুম ও আনুকুসিকুম জালেকুম খায়রুল্লাকুম এন কুনতুম তায়'লামুন। ইয়াগফের লাকুম জুনুবাকুম ওয়া ইয়াদখুলুকুম জান্নাতেন তাজরিমিন তাহতিহাল আনহারু ওয়া মাসকিনা ওয়াইবাতুন ফি জান্নাতে আদন জালেকাল কাওজুল আজীম" অর্থাৎ হে মোমেনগণ আমরা তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান বলে দিচ্ছি যা তোমাদিগকে যন্ত্রনাদায়ক আজাব থেকে রক্ষা ক'রবে। তোমরা সতত বিশ্বাস রাখবে আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসুলের উপর এবং আল্লাহর পথে জেহাদ কর'তে থাকবে নিজেদের মাল এবং জান কুরবান করে তাই তোমাদের জন্য কল্যানজনক যদি তোমরা বুঝতে। তোমাদের ত্রুটিগুলি আল্লাহ মাফ করবেন এবং তোমাদের দাখেল ক'রে দেবেন এমন কানন কলাপে যার নিম্নদেশ দিয়ে ব'য়ে চলে'ছে নদনদী মালা আর শাশ্বত জান্নাতের পবিত্র বাসগৃহ গুলিতে। ইহাই হ'ল মহান সফলতা "একজন মানবের জীবনে পার্থিব ধন সম্পদ বা ক্ষনস্থায়ী এবং মৃত্যুর পর যা তার কোন কাজে আসবে না, আল্লাহর পথে ব্যায়ের বদলে এ রকম মহা কল্যাণ লাভের চেয়ে আর বেশী লোভনীয় কি হতে পারে?

(ক্রমশঃ)

★

সেকালের তরুণ মোসলেম

ধর্ম্মের পথে ত্যাগ স্বীকার

ছোহায়েব প্রাথমিক মোছলমানদের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তিনি অতি দরিদ্র এবং নিঃসহায় ছিলেন। মক্কার কোরেশগণ তাঁহাকে নানা প্রকার কষ্ট দিতেছিল। নিরুপায় হইয়া তিনি হিজরত করিবার সঙ্কল্প করিলে মক্কার পৌত্তলিকগণ বলিল, "তুমি যখন এস্থলে আসিয়াছিলে, তখন তুমি একেবারে দরিদ্র এবং নিরুপায় ছিলে এখন তুমি আমাদের দয়ায় ধনী হইয়া সমস্ত ধন-সম্পদ লইয়া এস্থল পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছ। আমরা কখনও তোমাকে এরূপ করিতে দিব না।" তাঁহার মনে ঈমানের যে বাঁধন ছিল, তাহা এমন শিথিল ছিলনা যে ধন-সম্পত্তির শৃঙ্খল আল্লার পথে হিজরত করিতে তাঁহাকে আটকাইতে পারে। তিনি বলিলেন, "যদি আমি সমস্ত ধন-সম্পদ তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দেই, তবে তো আমার যাইতে তোমাদের কোন আপত্তি থাকিবেনা ?" তাহারা তাহাতে সম্মত হইল। সুতরাং তিনি সমস্ত ধনসম্পদ পরিত্যাগ পূর্বক একান্ত দীন দরিদ্রাবস্থায় হিজরত করিলেন। একথা জানিতে পারিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিলেন, "ছোহায়েব-ই লাভ্‌বান হইয়াছে, ছোহায়েব-ই লাভ করিয়াছে।" যে সমস্ত লোক সামান্য মাত্র প্রতি বন্ধক উপস্থিত হইলেই ধর্ম্মের ডাকে সাড়া দেয় না এবং পুণ্যার্জ্জনের সুযোগ হাত ছাড়া করে, যিনি স্বীয় ঈমান রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত সঞ্চিত ধন বিসর্জ্জন দিতে ক্ষণেকের জন্যও দ্বিধা-বোধ করিলেন না, সেই পুণ্য পুরুষের মহদৃষ্টান্ত সম্বন্ধে চিন্তা করা তাহাদের একান্ত কর্তব্য।

o o o

হারেছের পুত্র নওফল হোনায়েন যুদ্ধের সময় স্বীয় অর্থে তিন সহস্র অস্ত্র ক্রয় পূর্বক মোছলেম যোদ্ধাবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করেন।

o o o

মলেকের পুত্র ছায়াদ পীড়িত হইলে আঁ হজরত (দঃ) তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। এই সৌভাগ্য লাভে তিনি এরূপ অধিক আনন্দিত হইলেন যে তিনি বলিলেন, হে আল্লার রসুল, আমি আল্লার পথে সমস্ত ধন দান করিলাম।" হজরত (দঃ) বলিলেন, "উত্তরাধিকারীদের জন্য কি রাখিলে ?" তিনি বলিলেন, "খোদার অনুগ্রহে তাহারা সকলেই স্বচ্ছল অবস্থায় আছে।" কিন্তু হজরত নিষেধ করিয়া বলিলেন, "না, মাত্র দশভাগের একভাগ অসিয়ত (দান) কর।" কিন্তু তিনি তদপেক্ষা অধিক দান করিতে চাহিলে হজরত এক তৃতীয়াংশ দান করিবার অনুমতি দিলেন।

মূল—মৌঃ রহমতুল্লাহ্ শাকের

অনুবাদক

দৌলত আহমদ খাঁ খাদেম বি এ বি এল

চট্টগ্রাম খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার

একটি বনভোজন

জাফর আহ্‌মদ

বিভিন্ন প্রাণীর 'প্রতি' দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, এদের কর্মচাঞ্চল্যে পৃথিবী কর্মমুখর। প্রাণী-জগতের পরিসীমা অতিক্রম করে উদ্ভিদ জগতে পদার্পন করলেও ঠিক একই অবস্থা আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। সৃষ্টির এসব বাস্তব লীলা বিচিত্র বই কি। কিন্তু যত বৈচিত্রই হউক না কেন, একমাত্র মানুষ ব্যতীত সকল সৃষ্টিরই সব কাজ প্রধানতঃ আত্মকেন্দ্রিক। মানুষের বেলায় এর ব্যতিক্রম এজন্য যে, তার আত্মচেতনার সাথে সাথে আছে সমাজ-চেতনা। বিবেক বিবেচনার সাথে হাসি আনন্দ, পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক সহানুভূতি ইত্যাদি অপরিহার্য সামাজিক রীতিনীতি মানুষকে 'আসরাফুল মোখলুকাতের' মর্যাদা দিয়েছে। বস্তুতঃ এসব সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণের মাধ্যমে যে বাস্তব প্রতিফলন আমাদের মধ্যে ঘটতে পারে, সেটাকে চরিতার্থ করার জন্যই চট্টগ্রাম মজলিস-ই-খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া এক বনভোজনের আয়োজন করে।

বনভোজনের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল সীতাকুণ্ড। আমাদের তরুনদের নিয়েই এ বনভোজনের আয়োজন করা হয়। তবে তাঁদেরই সাদর আহ্বানে এতে আমাদের কচি আহ্‌মদী এবং প্রধান আহ্‌মদী উপদেষ্টাগণ অংশ গ্রহণ করেন। সেদিন ছিল রবিবার, ৫ই জানুয়ারী। আঞ্জুমান থেকে দোয়া করে আমরা সকাল ১০টার সময় রওয়ানা হই এবং ১১টার পর সীতাকুণ্ড গিয়ে পৌঁছি। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা আমাদের অবস্থান ঠিক করে নিলাম।

স্থানটি ছিল গাছপালায় ঘেরা উঁচু পাহাড়ের সমতল পাদদেশ। পাহাড়টি ছিল ঢালু। এর উপরকার গাছগুলো দেখে মনে হল সবুজ তুলতুলে ঘাসের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসে রাতারাতি আকাশচুম্বী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন আকাশের সাথে মিতালিই পাতবে। অনতিদূরে ঝরণা। তারই পানি নহরের ন্যায় পাহাড়ের পাদদেশ ঘেঁষে প্রবাহিত। উপরে সবুজ পল্লবের অবগুণ্ঠন। এ দৃশ্যে কেন জানিনা, মনে পড়ল মোমেনদের প্রতি আল্লাহ্-তালার প্রতিশ্রুতি "জান্নাতেন তাজবী মিন তাহ্‌তেহাল আনহার।"

ইতিমধ্যেই আমাদের কর্মসূচী শুরু হয়ে গেল। একদিকে আহারাদির ব্যবস্থা, অন্যদিকে আতফালদের মধ্যে যাতে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ হয়, তারজন্য তাদের মধ্যে কোরান তেলাওয়াত প্রতিযোগীতা। প্রতিযোগীতা শেষ হবার পর শুরু হল আহারের পালা। প্রথম পর্যায়ে আতফাল, দ্বিতীয় পর্যায়ে আনছার এবং সবশেষে এ বনভোজনে অংশ নেন আমাদের তরুণেরা। প্রয়োজনীয় সব রকমের কার্য সম্পাদন করেও এ মধ্যাহ্ন ভোজে সবার শেষে অংশ গ্রহণ করে আমাদের তরুণেরা তারুণ্যেরই পরিচয় দিয়েছেন। কর্মসূচী অনুযায়ী তরুণদের মধ্যেও আবার কোরান তেলাওয়াত এবং বক্তৃতা প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। আহ্‌মদীয়াত বা প্রকৃত ইসলামের সাথে গা'য়ের আহ্‌মদীদের যে পার্থক্য, তার উপর ভিত্তি করে। নির্দিষ্ট সময়ে আমরা যুহর এবং আছরের নামাজ সাথেই সম্পন্ন করি। কর্মসূচীর অবসানে আমাদের চট্টগ্রাম জমাতের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহ্‌মদ খান বিজয়ী প্রতিযোগীদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে উৎসাহীত করেন।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

"সত্যের ডাক"

॥ মোঃ আবদুল হাদী ॥

আখেরী জমানার রবি নিয়ে এলো,
সত্যের আহ্বান,
ওরে ঘুমন্ত জেগে উঠ তোরা
গাহি সত্যের গান ॥
একতা হারালে সত্যকে মোরা,
কোন দিন নাহি পাবো,
আহ্‌মদী মোরা হবো নাকো আর,
অসত্য হয়ে রবো ॥
নির্ভয়ে চল সত্যের ডাকে,
খোদার গিরি পথে,
ভয় নাই ওরে তরুণের দল,
সত্যেরে নিয়ে সাথে ॥
ইস্‌লাম প্রচার করে ফিরি মোরা
ন্যায়ের দণ্ড নিয়ে,
লড়ে যাবো মোরা ন্যায়ের তরে,
বুকের রক্ত দিয়ে ।।
যুগ প্রভাতের রক্তিম রাগে,
এই টুকই ডাক্ দেই
মসিহ্ মাউদের পতাকার তলে
সামনে এগিয়ে যাই ।।

(একটি বনভোজের অবশিষ্ট্য)

বিকেল সাড়ে চারটায় আমরা আঞ্জুমানের উদ্দেশ্য রওয়ানা হই এবং ছ'টার সময় এসে পৌঁছি। চলার পথকে আমরা ইসলামের জয় ধ্বনিতে মুখরিত করেছিলাম।

আমাদের এ বনভোজনে আমরা লক্ষ্য করেছি— খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বর্তমান কায়েদ জনাব মাসুদুল হক বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা রেখে আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন এবং ভূতপূর্ব কয়েদ আহারাদির তত্বাবধান করে, বাহ্যিক ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটাও আল্লাহ্‌তালার এক রহমত এবং সত্য সুন্দরের প্রতি ইঙ্গিত। বালক, তরুণ এবং উপদেষ্টা সমন্বয়ে আমাদের সংখ্যা ছিল একাত্তর। এদের প্রত্যেকেই একজন নেতার আদেশ পালনে যথাসাধ্য সচেষ্ট হয়েছেন। তরুনরা তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন সুষ্ঠুভাবে। অবশ্য দু'একজন এতে শিথিলতাও প্রদর্শন করেন।

এ ভ্রমণে আমরা শুধু প্রকৃতিরানী চট্টলার অনুপম দৃশ্যে আত্মহারা হইনি, পাহাড়ের প্রান্তে অস্তায়মান রবির অস্তরাগে মনোরঞ্জন করিনি, বরং তারও সাথে উপভোগ করেছি এক অনাবিল আনন্দ, যে আনন্দের প্রকৃত উৎস আমাদের পারস্পরিক আন্তরিকতায়, সমঝোতায়, শৃঙ্খলায়, এক কায়েদের প্রতিটি আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালনের মাধ্যমে। আর এটাই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা। প্রকৃত পক্ষে আমাদের বনভোজনেরও উদ্দেশ্য ছিল এ শিক্ষাই গ্রহণ করা, যা সার্থক হয়েছে। শুধু উপভোগ নয়, বরং এ বনভোজন স্মৃতিপটে এজন্যও জাগ্রত থাকবে যে আমরা যেভাবে এক নেতার নেতৃত্বের মাধ্যমে চলেছি, যদি অশান্ত জগৎবাসীও ঠিক এক নেতারই অনুসরণ করে, তবে অদূর ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহে মানুষের জন্য শান্তি ও মুক্তি দুই'ই আসবে, নতুবা নয়।

মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর মর্যাদা

মূল—হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)

মোদের নেতা, নূরের চাশ্‌ম
মোহাম্মদ নাম যার
তারি প্রেমে হৃদয় আমার
হল যে গুলজার।

সব রসুলই মাসুম হন
একের বড় অন্যজন
তিনি হলেন সৃষ্টি সেরা
পাক খোদা তায়ালার।

পথের দিশা হয়ে তিনি
দেখান মোদের বন্ধু যিনি
তারি মাঝে দেখি যারে
তিনি সে দিল্‌বার।

ধর্মের আজ বাদ্‌শাহ তিনি
সব রসুলের মাথার মনি
তৈয়ব আর আমিন বলে
সব সানা যে তাঁর।

তারি মাঝে আমি লীন
নেইত মোর কোনই চিন্
যত কিছু আমার মাঝে
সবই হল তাঁর।

আর সবই যে গল্প বাজে
আসবে নাত কোন কাজে
সেই অনুপম বন্ধু হলেন
সব জ্ঞানের আধার।

চায় যে সদা আমার মন
'সাহিকা' তোমার করি চুম্বন
তারি পাশে ঘুরি আমি
কা'বা এ আমার।

অনুবাদ—কুদ্‌সিয়া বিন্‌তে মীর্যা।

★

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

এবারের প্রশ্ন

(১) হজ্বব্রত কবে হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে ?

(২) হজ্ব কাহার উপর ফরজ ?

(৩) রসুলে করীম (সাঃ)-এর জীবনে কয়টি হজ্ব করিয়াছেন ?

(৪) বিদায় হজ্ব কাহাকে বলে এবং কবে হইয়াছিল ?

(৫) আহ্‌মদী খলিফাগণের মধ্যে দুইজন খলিফার নাম লিখ যাহারা হজ্ব করিয়াছেন।

ভাইজানের চিঠি

১৫।২।৭০
ঢাকা

প্রিয় ভাইবোনেরা,

স্নেহ নিও। তোমাদের ভাইজানের বিদায়ের খবর শুনে হয়ত তোমরা মুশড়ে পড়েছ, ভেবেছ তোমাদের মহফিল হয়ত আর চলবে না। কিন্তু এ ধারণা যদি করে থাক নিতান্ত ভুল করবে। কারণ প্রবীনেরা এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় আর তাদের দায়িত্ব নবীনেরা হাতে তুলে নেয়। সুতরাং যদিও তোমাদের ভাইজান তোমাদের মহফিল ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন, তবুও তোমাদের মহফিল চলবে।

তোমাদের কাছ থেকে নূতন নূতন লেখা চাচ্ছি। লেখা পাঠিয়ে দিয়ে ছাপা হল না বলে হতাশ হবে না। অধ্যাবসায় চালিয়ে যাবে। তারপর একদিন দেখবে তোমাদের প্রত্যেকটি লেখাই ছাপা হচ্ছে। শুধু চর্চ্চা করে যাও।

ঈদ এসে গেল। কেমন ভাবে এ খুশীর দিনটা কাটালে জানাবে। কেমন ? জলসাও এসে গেল। জলসার তৃতীয় দিনে তোমাদের সবাইকে নিয়ে একটা আসরে বসব বলে ভাব্‌ছি। তোমর কি বল ?

দোয়া রইল। ইতি—

"ভাইজান"

★

সংবাদ

(১)

হযরত সাহেবের স্বাস্থ্য

রাবওয়া হইতে প্রাপ্ত সর্বশেষ খবরে জানা গেছে যে, হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য আল্লাহ্ তায়ালার ফজলে ভাল আছে। বন্ধুগণ হুজুরের পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দির্ঘায়ুর জন্য নিয়মিত দোয়া জারী রাখিবেন।

(২)

মির্জা বশীর আহমদ সাহেব (রাজিঃ)-এর স্ত্রীর ইন্তেকাল

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই মর্মান্তিক খবর আহ্মদী ভাই-বোনদের নিকট পৌঁছাইতেছি যে, হযরত মির্জা বশীর আহ্মদ সাহেব (রাজিঃ)-এর স্ত্রী হযরত ছৈয়দা উম্মে মোজাফ্ফর সরওয়ার সুলতান সাহেবা বিগত ১লা তবলীগ ১৩৩৯ হিঃ শাঃ (১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৭০ ইসাব্দে) ভোর ৬-৩০ মিঃ পরলোক গমন করেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর ছিল। সেই দিনই আসরের পর হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস্ (আইঃ) তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান; হাজার হাজার লোক নামাজে শরীক হন। মরহুমাকে বেহেস্তী মোকররায় হযরত মির্জা বশির আহমদ সাহেব (রাজিঃ) -এর মাজারের পার্শ্বে সমাধিস্ত করা হয়।

মরহুমা ছৈয়দা মরহুমা হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) -এর প্রচীন ছাহাবী হযরত মোঃ গোলাম হোসেন খাঁন সাহেব (রাজিঃ)-এর কন্যা ছিলেন। তিনি বহু গুণে গুনান্বিতা এবং বৈশিষ্টের অধিকারিনী ছিলেন।

ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং বিভিন্ন জমাতে মরহুমার মৃত্যুতে, শোক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং মরহুমার আত্মার মাগফেরাত এবং আল্লার সন্নিধ্যে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির কামনা করা হয়। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট সকলের পক্ষ হইতে শোকবাণী প্রেরণ করা হয়। ঢাকার শোক সভায় জনাব শেখ মাহ্মুদুল হাসান সাহেবের আমীর ঢাকা জামাত, এর সভাপতিত্ব করেন এবং ছৈয়দা মরহুমার জীবনী আলোচনা করিয়া সদর মুরুব্বী আহমদ সাদেক সাহেবও বক্তৃতা করেন।

(৩)

শেঠ আবদুল্লাহ এলাহ্দীন সাহেবের স্ত্রীর ইন্তেকাল

হযরত শেঠ আবদুল্লাহ্ এলাহ্দীন সাহেবের স্ত্রী মোহ্তারমা সকিনা বেগেম সাহেবা বিগত ১৮ই জানুয়ারী রাতে পরলোক গমণ করেন, (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। মরহুমার বয়স মৃত্যুকালে প্রায় ৮৭ বৎসর ছিল। তিনি গোঁড়া ইসমাইলী পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও বাল্যকাল হইতে ইসলামী পদ্ধতিতে নামাজের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, যে পদ্ধতি ইসমালীদের কাছে বেদাত স্বরূপ। ইহার ফলে তাঁহার পিতা তাহাকে এই নামাজ হইতে দূরে সরাইবার জন্য খুব অল্প বয়সে এমন এক পরিবারে বিবাহ দেন এবং মনে করেন ইহাতে তিনি সাধারণ ইসলামী নামায পরিত্যাগ করিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী হযরত শেঠ সাহেবও পরবর্তী কালে আহ্মদীয়াত গ্রহণ করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতিত নামাজে তহবীহ, নফল ও তাহাজুদের পা-বন্দ হইয়া যান।

তাঁহার তবলীগ করার এক বিশেষ অনুরাগ ছিল। এবং নির্ভীক ভাবে মজলিশে এবং ব্যক্তি বিশেষকে তবলীগের কোন সুযোগ ছাড়িতেন না। তিনি বহু গুণে গুণান্বিতা ছিলেন।

ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং বিভিন্ন জামাতে মরহুমের মৃত্যুতে শোক সভা অনষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার শোক-

সন্তপ্ত পরিবার বর্গের নিকট শোকবাণী প্রেরণ করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মরহুম ঢাকা জমাতে আহ্‌মদীয়ার শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেবের শাশুড়ী ছলেন।

(৪)

হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর কন্যা অসুস্থ

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর কন্যা হযরত নওয়াব মোবারকা বেগম সাহেবা অসুস্থ আছেন। জমাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ তাঁহার স্বত্বর পূর্ণ আরোগ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া করিবেন।

সালানা জলসা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

৬, ৭ ও ৮ই মার্চ রোজ শুক্র শনি ও রবিবার মসজিদে মোবারক (আহমদী পাড়া) প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া জামাতের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইবে। ইনশাল্লাহ্ জলসায় জমাতের খ্যাতনামা বক্তাগণ ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবেন। বন্ধুদের উক্ত জলসায় শরীক হওয়ার ও ইহার কমিয়াবীর জন্য দোয়ার অনুরোধ জানান হইতেছে।

সালানা জলসা, তারুয়া

ইনশাল্লাহ্ আগামী ২১ ও ২২শে মার্চ রোজ শনি ও রবিবার তারুয়া জামাতের সালনা জলসা তারুয়া আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে। জলসায় খ্যাতনামা বক্তাগণ ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবেন। বন্ধুদের উক্ত জলসায় শরীক হওয়ার ও ইহার কামিয়াবীর জন্য দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

(৭)

বন্ধুগণ অবগত আছেন যে, খেলাফত অস্বীকারকারী লাহোর জামাতের ইংরেজী সপ্তাহিক পত্রিকা "দি লাইট" এর ভূতপূর্ব সম্পাদক মাওলানা ইয়াকুব খান সাহেব বিগত ডিসেম্বর মাসে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস্ (আইঃ)-এর নিকট বয়াত করিয়াছেন।

অতীব আনন্দের কথা, বিগত বার্ষিক সম্মেলনের সময় তাঁহার পুত্র ক্যাপ্টেন আবদুস সালাম খান সাহেবও সম্মেলনে যোগদান করিয়া হুজুরের নিকট বয়াত গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁহার মাতা বয়াত গ্রহণ করেন (আলহাদুলিল্লাহ্)। বন্ধুগণ মওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব খান সাহেব এবং তাঁহার পরিবার বর্গের দীনী ও দুনিয়াবি উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে দোয়া করিবেন।

পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার
৪৯তম প্রাদেশিক সালানা জলসা

স্থান :—ঢাকা দারুত তবলীগ,
৪নং বক্সীবাজার—ঢাকায়
তারিখ :—২৭শে, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০
এবং ১লা মার্চ ১৯৭০ যথাক্রমে শুক্র শনি ও
রবিবারে অনুষ্ঠীত হইবে।
বন্ধুগণকে এ জলসায় শরীক হওয়ার জন্য
অনুরোধ করা যাইতেছে।

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran. with English Translation		Rs. 20·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
কিসতিয়ে নূহ ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)	Rs. 1·25
Islam and Communism	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 0·62
আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 1·00
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
তফসীরে সাগীর ঃ	মির্যা বশিরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ	Rs. 23·75
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
Karachi Majlish Khuddamul Ahmadiyya Souvenir		Rs. 3·00

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.